বুড়িমারী স্থলবন্দরের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ভুমিকা

বিশ্বব্যাংক অর্থায়নকৃত প্রস্তাবিত পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবহন ও বাণিজ্য সংযোগ ত্বরান্বিত কর*ণ* (ACCESS) প্রকল্পের লক্ষ্য হলো *এই উপ-অঞ্চলে বাণিজ্য ও পরিবহনের উচ্চ ব্যয়ের প্রধান নিয়ামকগুলি মোকাবেলা করতে এই কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে বাণিজ্য সুবিধায় নিম্ন স্তরের প্রযুক্তির ব্যবহার, অপর্যাপ্ত পরিবহন, অপর্যাপ্ত লজিস্টিক অবকাঠামো এবং মালবাহী যানবাহনের আন্তঃসীমান্ত চলাচলে নিয়ন্ত্রক ও পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয় লক্ষণীয়। এই প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্য হল বিবিআইএন দেশগুলিতে দক্ষ এবং স্থিতিস্থাপক আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং পরিবহন বিকাশ করা। এই ইএসআইএ, কর্মসূচির উপাদান ১, ২, ৩ এবং ৪ এর অধীনে বুড়িমারী স্থলবন্দরের উন্নয়ন কাজের প্রথম ধাপের কাজের জন্য সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব এবং প্রশমন কর্মের রূপরেখা দেয়া হয়েছে, যেমন, স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনার উন্নতি। এই কর্মসূচির উপাদানগুলি হল:* (1a) *স্বয়ংক্রিয় সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা,* (2a) *বেনাপোল, ভোমরা এবং বুড়িমারী স্থলবন্দরে স্থিতিস্থাপক স্থলবন্দর অবকাঠামো,* (3f) *সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে বর্তমান সময় উপযোগী করতে প্রযুক্তিগত সহায়তা সহায়তা, এবং* (4) *জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রতিক্রিয়া।*

বুড়িমারী-চ্যাংড়াবান্ধা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম স্থল সীমান্ত ক্রসিং। স্থলবন্দরটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে রংপুর বিভাগে অবস্থিত। স্থলবন্দরটি প্রতি বছর ১৪০০০০ ট্রাক পারাপার করে। তবে এই বন্দর ক্রমবর্ধমান মালবাহী যানবাহনের নিরবিচ্ছিন্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারছে না, যার ফলে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয় এবং সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিলম্ব হয়। এই বন্দর ভুটান-বাংলাদেশ বাণিজ্যের জন্য মনোনীত স্থলবন্দর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বুড়িমারী স্থলবন্দরের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রতিবেদন বেনাপোল ও ভোমরার চেয়েও উন্নত। অন্যান্য বিষয়ের সাথে খোলা স্ট্যাকইয়ার্ড নির্মাণ, আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনাল ভবন, রপ্তানি টার্মিনাল, গুদাম, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রাক টার্মিনাল, প্রশাসনিক, আবাসিক এবং ডরমেটরি ভবন, প্রস্তাবিত সংলগ্ন একটি মৃত খালের পুনঃখনন, এই সকল অবকাঠামো এই কর্মসূচির আওতায় থাকবে। ভূমি, নদী ও হ্রদের তীর রক্ষা করার জন্যে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত স্থলবন্দরের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য দুটি কালভার্ট নির্মাণ করা হবে।

এই প্রকল্পের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নতুন খোলা স্ট্যাকইয়ার্ড নির্মাণ, আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনাল ভবন, রপ্তানি টার্মিনাল, গুদাম, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রাক টার্মিনাল, প্রশাসনিক, আবাসিক এবং ডরমিটরি ভবন, এবং এই প্রকল্পের জমি সংলগ্ন একটি মৃত খালের পুনঃখনন অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রস্তাবিত জমি সংলগ্ন নদী ও হ্রদের তীর রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ এবং বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত স্থলবন্দরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য দুটি কালভার্ট নির্মাণ। প্রকল্পটি বর্তমান বন্দরের ধারণ ক্ষমতা ৪ একর থেকে বাড়খমতা২৫.৫ একরে উন্নীত করবে এবং এর ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে হবে আশা করা যাচ্ছে। উপরন্তু, এই উন্নয়ন প্রচেষ্টা এদেশের উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করবে এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করবে।

নীতি, আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো

বিবিআইএন-এমপিএ প্রোগ্রামের ধাপ-১ এর কম্পোনেন্ট গুলির পরিবেশগত মূল্যায়নের জন্য ইসিএ ১৯৯৫ এবং ইসিআর ১৯৯৭, শ্রম আইন ২০০৬ এবং রুল ২০১৫ এবং পরবর্তী সংশোধনী এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত এবং সামাজিক-সম্পর্কিত আইনগুলি'কে প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনাকরা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এই আইনটি মেনে চলার জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক নির্দেশনা সেট করতে ECR 1997 এবং এর পরবর্তী সংশোধনীর মাধ্যমে, বিধি ৭(২) এ উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রকল্পগুলিকে চারটি বিভাগে তালিকাভুক্ত করে, যথা, সবুজ, কমলা A, কমলা B, বা লাল। এই বিভাগগুলো সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই ইএসআইএ রিপোর্ট জাতীয় আইন এবং বিশ্ব ব্যাংক এর পরিবেশগত ও সামাজিক মান অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কিছু মান এই উপ-প্রকল্পের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। এই ঘাটতি বিশ্লেষণ নীচে উপস্থাপন করা হয়-

টেবিল ই-১: বাংলাদেশ সরকারী আইন এবং বিশ্ব ব্যাংক এর ইএসএস এর মধ্যকার ঘাটতি

বিশ্ব ব্যাংক এর ইএসএফ স্ট্যান্ডার্ড	ঘাটতি	ঘাটতি হ্রাস করণ
ইএসএস ১: পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব এবং ঝুঁকির মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা	(i) পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) স্ক্রীনিং এবং স্কোপিং মূল্যায়নের সমস্ত পরিবেশগত এবং সামাজিক মান (ইএসএস) মান নিশ্চিত করে না। (ii) ইআইএ সমীক্ষা পরিবেশগত এবং সামাজিক উভয় দিককে একই মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করএ সমর্থন করে না, অন্যদিকে ইএসএফ তা করে। (iii) পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) **চলাকালীন স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা খুবই সীমিত, সেই সাথে ব্যস্ততা সীমিত, এমনকি** পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়না। (iv) **বাংলাদেশের** পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) **পদ্ধতির কোন বিকল্প বিশ্লেষণের প্রয়োজন পরে না।** (v) **প্রকল্পের জন্য কোনো সংশ্লিষ্ট সুবিধা নেই।**	পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) সুপারিশ করেছে যে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক বিভাগগুলি ইএসএস-১ মান অনুযায়ী লিখতে হবে। এই ইএসআইএ এর স্কোপিং বিশ্বব্যাংক এর ইএসএস এবং বাংলাফদেশ সরকারের প্রয়োজনগুলো বুঝতে পরিচালনা করা হয়। ইএসএফ-এর প্রশমন শ্রেণিবিন্যাসের মূল নীতি (এড়িয়ে চলুন, ছোট করুন, প্রশমিত করুন, অফসেট করুন), এই ইএসআইএ এবং প্রকল্পের নকশায় বিবেচনা করা হয়েছে।
ইএসএস ২: শ্রমিক এবং কাজের অবস্থা	(i) শ্রম আইন অনুমোদনের আগে উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা, শ্রম এবং কাজের অবস্থার পর্যবেক্ষণ, OHS এর প্রয়োজনীয়তা, এসব বিষয় পর্যালোচনা করা অত্যাবশ্যক নয়। (ii) **শ্রম আইন আনুসারে যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্পে শ্রম-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/প্রক্রিয়া বা ওএইচএস পরিকল্পনা প্রস্তত করার প্রয়োজন পরে না।**	**প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় শ্রমিকদের জন্য ট্রাফিক নিরাপত্তা সহ একটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস) পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত।** **ওএইচএস এবং সাইট-নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার জন্যে পরিকল্পনা নির্দেশিকা এই** পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) তে **অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।**
ইএসএস ৩: দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা	**বিদ্যমান শক্তি এবং পানি সংরক্ষণ নীতি, আইন এবং প্রবিধানগুলির উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজন সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতার সমস্যাগুলি মূল্যায়ন করার এবং সেগুলিকে তাদের ইএস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা।**	ইএসএস ৩ পরিবেশের প্রধান উপাদাণগুলো যেমনঃ পানি, বায়ু, ধূলিকণা, শব্দ ইত্যাদি সহ সমস্ত দূষণের দিকগুলিকে তুলে ধরে। বিশ্বব্যাংক গ্রুপ এর পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা (WBG EHS) নির্দেশিকাটিতে কার্যক্ষমতার স্তর এবং পরিমাপ রয়েছে যা সাধারণত বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কাছে গ্রহণযোগ্য।

বিশ্ব ব্যাংক এর ইএসএফ স্ট্যান্ডার্ড	ঘাটতি	ঘাটতি হ্রাস করণ
		এবং বিদ্যমান প্রযুক্তির দ্বারা যুক্তিসঙ্গত খরচে নতুন সুবিধাগুলি সাধারণত অর্জনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই ইএসআইএ প্রস্তুতের সময় বিশ্বব্যাংক গ্রুপ এর পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়।
ইএসএস ৪: কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইএসএইএ এর আওতায় তবে সিস্টেমগুলি উন্নয়ন প্রকল্প এবং তার বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে না। অন্যদিকে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MHFW) -এর আওতাভুক্ত, তবে এটি বর্তমানে প্রকল্প প্রস্তুতি এবং তদারকিতে জড়িত নয়।	পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ), শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এলএমএফ), লিঙ্গ কর্ম পরিকল্পনা (জিএপি), যৌন নিপীড়ন এবং অপব্যবহার (এসইএ), যৌন হয়রানি (এসএইচ) এ কমিউনিটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে।
ইএসএস ৫: জমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহার সীমাবদ্ধতা, এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন	বাংলাদেশঃ স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও রিকুইজিশন আইন (আরিপা) (i) অ-তালিকা ভুক্তদের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই; (ii) যাদের জমির আনুষ্ঠানিক আইনি দাবি নেই তাদের ক্ষতিপূরণ বা সহায়তা প্রদান করে না; (iii) অনানুষ্ঠানিক বসতি স্থাপনকারীদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য ক্রান্তিকালীন ভাতা প্রদান করে না; (iv) শুধু নগদ ক্ষতিপূরণের উপর নির্ভর করে, কোন উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্য নয়; (v) ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কোনও বিধান নেই; (vi) হারানো সম্পদের মূল্যায়ন 'প্রতিস্থাপন খরচ' মানের উপর ভিত্তি করে নয়।	একটি রিসেটেলমেন্ট পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক (আরপিএফ) প্রস্তত করা হয়েছে, পরবর্তীতে বিভিন্ন সাইটের জন্যে সাইট-নির্দিষ্ট পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) প্রস্তত করা হয়েছে। আরপিএফ এবং আরএপি উভয়ই ইএসএস ৫ এর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবে।
ইএসএস ৬: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা	এগুলোর ওপর নির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই (i) পরিমাপ অনুক্রমে প্রয়োগ; (ii) জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার খসড়া প্রনয়ন; (iii) বিভিন্ন ধরনের বাসস্থানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা; এবং	পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) এ এই সমস্যাগুলি সমাধান করা হয়েছে। ইএসআইএ প্রস্তুতি অংশে একটি বিশদ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। বিভাগ ৪.৪, ৭.৪.৬ এবং ৮.১.৭ এ ইএসএস ৬ সম্পর্কিত সমস্ত দিক তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংক এর ইএসএফ স্ট্যান্ডার্ড	ঘাটতি	ঘাটতি হ্রাস করণ
	(iv) প্রাথমিক খাদ্য সরবরাহকারীদের যথাযথ বিশ্লেষণ।	
ইএসএস ৭: খুদ্র নৃগোষ্ঠী	এগুলোর ওপর নির্দিষ্ট কোনো বিধান নেইঃ (i) খুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) এর উপর খুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রভাব অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই; (ii) খুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা; (iii) এফপিআইসি পরিচালনা; (iv) খুদ্র নৃগোষ্ঠী (আইপি) পরিকল্পনার উন্নয়ন।	পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) জরিপ চলাকালে কোন এসইসি পাওয়া জায়নি। এ ক্ষেত্রে এই সাব প্রকল্পের জন্যে ইএসএস ৭ অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হবে।
ইএসএস ৮: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	এগুলোর ওপর নির্দিষ্ট কোনো বিধান নেইঃ (i) পরিমাপ অনুক্রমের প্রয়োগ; (ii) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উন্নয়ন; (iii) প্রতিটি প্রকল্পের নির্দিষ্ট চান্স ফাইন্ড পদ্ধতির উন্নয়ন এবং গ্রহণ; এবং (iv) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের সংযুক্তি করণ।	একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) ও পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা নীতি (ইএসএমপি) তে উল্লেখ করা হয়েছে।
ইএসএস ৯: আর্থিক মধ্যস্থতাকারী	এই দেশের ব্যবস্থায় ইএসএস ৯ প্রযোজ্য নয়। প্রকল্পের প্রবক্তারা, অর্থায়নের উৎস যাই হোক না কেন, তা ওই দেশের আইনের অধীনে সীমাবদ্ধ।	এই সাব-প্রকল্পের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়।
ইএসএস ৯: স্টেকহোল্ডার জড়িত করণ এবং তথ্য প্রকাশ	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ)/ পরিবেশ সংরক্ষণ রুলস (ইসিআর) সুস্পষ্টভাবে পরামর্শের প্রয়োজন নেই, তবে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থার দ্বারা জারি করা ইএসআইএ নির্দেশিকাগুলি স্কোপিং এবং ইএসআইএ প্রস্তুতির সময় জনসাধারণের পরামর্শের সুপারিশ করে। এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কোন স্টেকহোল্ডার জড়িত থাকার জন্য কোন বিধান নেই।	এই ইএসআইএ-তে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার জন্য একটি নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে এবং সাব-প্রকল্প ডিজাইনিং এবং নির্মাণ পর্যায়ে একটি স্বতন্ত্র স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (এসইপি) প্রস্তত করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্ণনা

বুড়িমারীর স্থলবন্দরটি বুড়িমারী ইউনিয়নের পাটগ্রামে অবস্থিত যা বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের (বিএলপিএ) অধীনে। এটি বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর। এই **পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন** (ইএসআইএ) নথিটি স্থলবন্দর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। বিদ্যমান বন্দর এলাকা সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হবে, যার মধ্যে বড় অংশ

অনুর্বর খাস (সরকারি মালিকানাধীন) জমি। তবে, একটি ছোট অংশ- যার পরিমাণ ৩.৫১ একর ব্যক্তিগত জমিও অধিগ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের ফলে কিছু ব্যবসায়ী স্থানচ্যুত হবে এবং অনানুষ্ঠানিক ভূমি ব্যবহারকারীরাও প্রকল্প এলাকায় উপস্থিত রয়েছে। এই ব্যবসায়ীদের এবং অনানুষ্ঠানিক ভূমি ব্যবহারকারীদের উপর প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করা হবে এবং তাদের উপর প্রকল্পের কারণে যে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা কমানো বা এড়ানোর জন্য প্রশমনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ট্রানজিট রুটে হওয়ায়, বাংলাদেশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে বুড়িমারীসহ তিনটি স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার এই নতুন প্রকল্প চালু করেছে।

বিল্ডিং এর বিষদ বিবরণ			
আইটেম	**সংখ্যা**	**ধরণ**	**ক্ষেত্রফল**
অফিস	১	৪ তলা ভবন	প্রত্যেক তলা : ২০০০ মিটার^২
আবাসিক	২	৪ তলা ভবন	প্রত্যেক তলা : ২০০০ মিটার^২

জমি ভরাট	
উপাদান	**পরিমাণ/মন্তব্য**
মাটির কাজের (আর্থওয়ার্ক) আয়তন	৩ লাখ মিটার^৩ যখন উচ্চতা ৩ মিটার।
ভরাটকৃত উপাদানের উৎস	আশেপাশের নদীর ঘাট থেকে। ডিজাইন টিম দ্বারা চূড়ান্ত করা হবে।

সীমানা প্রাচীর	
উপাদান	**পরিমাণ/মন্তব্য**
সীমানা প্রাচীরের দৈর্ঘ্য	১২০০ মিটার
সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা	এফজিএল থেকে নুন্যতম ১৫ ফুট
সীমানা প্রাচীরের প্রস্থ	পুরুত্ব ১৫ এবং ১০ ইঞ্চি

পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	
উপাদান	**সংখ্যা/পরিমাণ/মন্তব্য**
পাম্প হাউসের সংখ্যা	১ টি
ওয়েলস এর ক্ষমতা	৩০০ মিটার
আনুমানিক দৈনিক উৎপাদন	১০০০ লিটার/দিন
পানি ধারের ক্ষমতা	১০০০০০ লিটার
পাইপলাইন পথের দৈর্ঘ্য	২০০০ মিটার
উপাদান	সংখ্যা/পরিমাণ/মন্তব্য
ওয়াচ টাওয়ারের সংখ্যা	৬ টি
ওয়াচ টাওয়ারের উচ্চতা	১২ মিটার
বৈদ্যুতিক নকশা	রাস্তার আলো, টাওয়ার, বৈদ্যুতিক টাওয়ার, অপারেশনাল এলাকায় সীমানা প্রাচীরের উপরে, ভূগর্ভস্থ তারের বিছানো
বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা	১০০ কেভিএ

গুদামগুলির ক্ষমতা	১৫০০০ বর্গমিটার
খোলা স্টকইয়ার্ড ক্ষমতা	৮১০০০ বর্গমিটার
ট্রান্সশিপমেন্ট শেডের এলাকা	৫০০০ বর্গমিটার
আরসিসি ওয়ার্কস	৩,১৫,০০০ কাম
ফুটপাথের পুরুত্ব	৩০০ মিলিমিটার
ইস্পাত প্রয়োজনীয় পরিমাণ	৩৬০০০ মেট্রিক টন
অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য	১৫০০ মিটার
অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্কের প্রস্থ	২১ মিটার
নিষ্কাশন নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য	২৫০০ মিটার
অভ্যন্তরীণ ড্রেনের প্রকার	আর সি সি

প্রকল্পের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

সাব-প্রকল্প এলাকাটি উক্ত অঞ্চলের উত্তর অংশে অবস্থিত। এটি এমন একটি অঞ্চল যা খরা এবং পানির অভাবের মতো চরম জলবায়ু ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকে, যেখানে শীতকালে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকে। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ, শুষ্ক এবং ঝলমলে পশ্চিমী হাওয়া এখানকার প্রধান জলবায়ু চরিত্র। বর্ষাকালে এখানে 2,000 থেকে 3,000 মিমি বৃষ্টিপাত হয়। এই সাব-প্রকল্পটির ভূমিরূপ হিমালয়য়ের পাদোদেশে সমভুমি হিসেবে বিবেচিত।

এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট হলো পাদদেশের কাছাকাছি মৃদুভাবে ঢালু জমি পাহাড়ের নীচ দিয়ে প্রবাহিত নদী এবং স্রোতগুলির দ্বারা সৃষ্ট কোলভিয়াল এবং পলির জমার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হাইড্রোলজি বিভাগ এই গবেষণার জন্য ধরলা নদীর জলবিদ্যার তথ্য প্রদান করেছে। দৈনিক ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, এবং বছরের সর্বনিম্ন, গড় এবং সর্বাধিক মানগুলি গণনা করা হয়েছিল এবং তুলিত হয়েছিল। উক্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালে পানির স্তর পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম ছিল। তা সত্ত্বেও, সময়ের সাথে সাথে এই মানের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ জলস্তর রেকর্ড করা হয়েছে যথাক্রমে ৫৬.৬৯ মিটার (২০০৮) এবং ৬০.৮৯ মিটার (২০১৭)

রংপুর বিভাগ মূলত তিস্তা অববাহিকার ৮০ শতাংশ পলিমাটি নিয়ে গঠিত, যেখানে মাত্র 20% ভূমি অনুর্বর ভূখণ্ড বিদ্যমান। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 50 মিটারেরও কম। রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট জেলার এই ছোট শহরটির তুলনামূলক সমতল ভৈগলিক অবস্থায় রয়েছে। শহরের উত্তর ও পশ্চিম অংশে উচ্চতা বেশি এবং পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে উচ্চতা তুলনামূলক কম দেখা যায়। বুড়িমারী ইউনিয়ন রংপুর বিভাগে অবস্থিত। সাব-প্রকল্প এলাকার বেশির ভাগ জমি সমতল কৃষি জমি। লালমনিরহাটের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 50 থেকে 300

মিটারের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। এর কেন্দ্রীয় অবস্থানে উচ্চতার গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০ মিটার থেকে ৭৫ মিটারের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। বুড়িমারী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে প্রস্তাবিত অঞ্চলে পরিচালিত মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ চলাকালে বেসলাইন পরিবেশগত গুণমান নির্ধারণের জন্য বায়ু, পানি, শব্দ এবং মাটি সহ অনেক পরিবেশগত উপাদানের ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। সাব-প্রকল্প এলাকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বায়ু দূষণকারী উপাদানগুলি হল পিএম ২.৫ এবং পিএম১০, সালফার ডাই অক্সাইড (SO2), নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO2), কার্বন মনোক্সাইড (CO), অক্সিজেন (O3), এবং উদ্বায়ী জৈব কার্বন (VOC)। প্রকল্পের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে সমস্ত শব্দের নমুনা পরিবেশ বিভাগের স্ট্যান্ডার্ড মানকে অতিক্রম করেছে। আর ক্রমাগত ট্রাফিক লোডিং এবং আনলোডিং কার্যক্রম ছিল শব্দ দূষণের প্রধান কারণ। প্রস্তাবিত অঞ্চলের বড় অংশই পতিত জমি যেখানে বসতি নেই বললেই চলে, কোনও স্থায়ী ফসল নেই, কিছু গাছপালা এবং ঘাস রয়েছে।

প্রস্তাবিত স্থানগুলির আশেপাশে বা প্রান্তিককরণের সাথে কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নেই। জাতীয়-আন্তর্জাতিক বা জেলার গুরুত্বের কোনো সংবেদনশীল সাংস্কৃতিক বা জীববৈচিত্র্য যেমন সুরক্ষিত এলাকা, মূল জীববৈচিত্র্য এলাকা, বনাঞ্চল, পবিত্র কবর, বা ঐতিহাসিক। /সাংস্কৃতিক স্মৃতিস্তম্ভ নেই।   ESIA রিপোর্টের (চিত্র ৪.১৯) ১০ কিমি বাফার জোনের মধ্যে কোন সুরক্ষিত এলাকাকে চিত্রিত হয়নি।

সাব-প্রকল্পের জন্যে নির্ধারিত অঞ্চলে মোট ৫০ টি খানা নমুনা হিসেবে জরিপ করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৬ টি পরিবার উপ-প্রকল্প এলাকার মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। ৫০টি নমুনায় (খানায়) ২৩৭ জন ব্যক্তি রয়েছে, যার মধ্যে ১৩০ জন পুরুষ এবং ১০৭ জন মহিলা রয়েছে। ৫০টি নমুনা খানার মধ্যে, ২১.৫% পুরুষ ৪৫ বছরের বেশি বয়সী, ২১.৪% মহিলা ৪৫ বছরের বেশি বয়সী। সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ মানুষের পেশা দোকান/হোটেল মালিক। এরপরে রয়েছে কৃষিবিদ (১৮.৯৫%) এবং শ্রমিক (১৬.৮৪%)। সর্বনিম্ন (1.05%) মানুষ কৃষক, শিক্ষক এবং বাড়ির ব্যবসা পেশার সাথে যুক্ত আছে।

আংশিদারদের অংশগ্রহণ এবং জনগণের সাথে পরামর্শ

আলোচনা ও পরামর্শের সময়, অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং উপ-প্রকল্পটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। সম্পত্তি ক্রয়ের ফলে ক্ষতি কমাতে বা এড়াতে, জমির মালিকরা উন্নত স্থানান্তর এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাগুলি উপলব্ধ করার প্রস্তাব করেছিলেন। ভুমি অধিগ্রহণ করার ফলে যে সব মানুষের স্থানান্তর হবে, যারা কর্মসংস্থান হারাবে, তাদের এই ক্ষতি পোষাবার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

আলোচনার সময় অনেকেই উল্লেখ করেন যে বুড়িমারীতে যেকোন বৃহৎ পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্মাণ ঠিকাদার/দের দ্বারা শ্রমিক সরবরাহ হয়ে থাকে। তারা সাধারণত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের উৎস থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়ে আসে। তাই স্থানীয়রা বন্দর শ্রমিকের কাজ ছাড়া অন্য কোনো প্রকল্পে কাজ করার তেমন সুযোগ পান না । বন্দর সংলগ্ন এলাকার ছাড়াও বুড়িমারী সংলগ্ন অন্যান্য উপজেলা থেকেও অনেকে বন্দরে শ্রমিক হিসেবে করতে আসেন। এই বন্দরে যে কোনও প্রকল্প-নির্মাণ কাজের সময় এই এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল বলে মনে হয়েছিল।

দলগত আলোচনায় (এফজিডি) অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়াতে বা নিরাপত্তার জন্য হেলমেট, গ্লাভস ইত্যাদি দেওয়ার বিষয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কোনো ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই চরম স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন কাজ করছেন শ্রমিকরা। এমনকি বন্দর এলাকার ভেতরে শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই।

যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হবে তাদের মূল্য দিতে হবে কিন্তু স্থানান্তরের কারণে দীর্ঘদিনের পরিচিত সমাজ বা সম্প্রদায় থেকে দূরে সরে যেতে হবে। যদিও তারা একমত যে বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন দীর্ঘমেয়াদে তাদের জন্য উপকারী হবে।

বন্দর এলাকায় সিএন্ডএফ এজেন্ট, রপ্তানি-আমদানি ব্যবসা, মুদি দোকান, কসমেটিক শপ বা অন্য কোনো ধরনের ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি। সেখানে একটি খাবার হোটেল আছে, যেখানে পরিবারের সকল পুরুষ ও মহিলা মিলে ব্যবসা পরিচালনা করে। এছাড়া স্থানীয় খাবার হোটেলে কিছু নারী বাবুর্চি বা ক্লিনার হিসেবে কাজ করেন। কেউ কেউ অন্যের কৃষি জমিতে দৈনিক ভিত্তিতে জন্য কাজ করেন। বুড়িমারীতে অল্প সংখ্যক নারী যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তবে তা মূলত কৃষি শ্রমিক হিসেবেই। কেউ কেউ বন্দরের আশেপাশের খাবারের হোটেলগুলিতে রান্নার কাজ করে বা অন্য লোকের বাড়িতে বাড়ির কাজে সাহায্য করে। ইএসআইএ প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো অংশগ্রহণকারী/সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার সময় যৌন ব্যবসা বা যৌন/মানব পাচারের কোনো তথ্য পাওয়া জায়নি।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব

প্রস্তাবিত সাব-প্রকল্পের কার্যক্রমগুলিকে "পর্যাপ্ত" পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকির জন্য মূল্যায়ন করা হয়েছে এই প্রেক্ষিতে যে, বেশিরভাগ নির্মাণ কাজগুলি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকায় ঘটবে।

এই প্রকল্পের কারণে এই অঞ্চলের ভূমিরুপে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে না। ট্র্যাফিক, মজুদ এবং অস্থায়ী সুবিধার কারণে সৃষ্ট মাটির সংকোচন সাব-প্রকল্প এলাকার মাটির গঠনকে প্রভাবিত করবে। এছাড়াও জীবের কার্যকলাপ, পানি ধারণ ক্ষমতা এবং পুষ্টি ধারণকে প্রভাবিত করবে।

ধরলা নদী যা প্রকল্প এলাকার পাশে অবস্থিত। এই নদীটি জোয়ারবিহীন এবং এতে অনেক পাথর রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রান্তিককরণটি নদী থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে অবস্থিত। নির্মাণ কার্যক্রম ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানিতে স্থায়ী এবং অস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এই সকল সমস্যা পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় প্রশমন করা যেতে পারে।

নির্মাণ সামগ্রী যেমন পাথর, বোল্ডার, চুনাপাথর এবং নির্মাণ কার্যক্রমের ফলে বাতাসে প্রচুর ধুলা নির্গমন বাড়াতে পারে। এছাড়া, বাতাসে এই উচ্চ ধূলিকণার জন্য মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন চলাচল ও দায়ী। শব্দ দূষণের প্রধান উৎস হল নির্মাণ কার্যক্রম চলাকালীন যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন থেকে নির্গত উচ্চ শব্দ। স্বল্পস্থায়ী ভূমিকম্প ধরনের যন্ত্রপাতি, যেমন এক্সকেভেটর, গ্রেডার এবং ভাইব্রেটরি রোলার যা ৭০ dB (A) এর বেশি শব্দের মাত্রা তৈরি করতে পারে। যেহেতু স্থলবন্দর এলাকা পরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারণ করা হবে, সেহেতু অপারেশনাল পর্যায়েএই সব ঝুঁকি হ্রাস পাবে। কর্মক্ষম পর্যায়ে মাত্রাতিরিক্ত যান চলাচল ঘটবে , যা কিছু ধূলিকণা দূষণের কারণ হতে পারে, যদিও তা নির্মাণ পর্যায়ের মতো নয়।

প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের পর্যায়ে কঠিন অ-বিপজ্জনক, এবং বিপজ্জনক বর্জ্য তৈরি করবে। অধিকন্তু, সাব-প্রকল্প কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন কোনো পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা নেই । বিএলপিএ বিদ্যমান বিশ্বব্যাংক বিআরসিপি-১-এর অধীনেও প্রদর্শন করেছে যে এটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি পরিবেশের কোন সংবেদনশীল এলাকা ক্ষতি করবে না। ইএসএস ১-১০ এর উপর ভিত্তি করে পরিবেশগত এবং

সামাজিক ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়ন অনুসারে, বেশিরভাগ ঝুঁকিকে 'পর্যাপ্ত' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক প্রভাবের বেশিরভাগই ইতিবাচক এবং কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। সাব-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। ভূমি অধিগ্রহণের ফলে শিরোনাম এবং নন-টাইটেলহোল্ডার উভয়ের জমিই ক্ষতি হবে এবং সেই সব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আয় ও জীবিকা নির্বাহে ব্যঘাত ঘটবে।

প্রস্তাবিত সাইটের বেশিরভাগই সরকারি মালিকানাধীন জমি (খাস-জমি) এবং নির্মাণ কাজের জন্য প্রায় ৩.৫১ একর ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করতে হবে এবং কিছু কাঠামো স্থানান্তর করতে হবে।

শ্রমিকদের আগমনের কারণে,সাব-প্রকল্প অঞ্চলের জনসাধারণের অবকাঠামো যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানি এবং বিদ্যুতের মতো ইউটিলিটিগুলির পাশাপাশি সামাজিক গতিশীলতার উপর চাপ বাড়াতে পারে। যখন একটি বড় আকারের নির্মাণ প্রকল্প শুরু করা হয়, তখন প্রকল্পের ঠিকাদাররা উপকরণ সরবরাহ, শ্রমিকদের শ্রম বরাদ্দ, শ্রমিকদের মজুরি ইত্যাদি সম্পর্কে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেয়। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার ঝুঁকি, যেমন আঘাত, দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানি, রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী কর্মচারী এবং শ্রমিকদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে। কর্মক্ষেত্রে ধূলিকণা এবং শব্দের মাত্রার সংস্পর্শে আসার ফলে স্বল্পমেয়াদী স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে; সেই সাথে কর্মক্ষেত্রে রাসায়নিক এবং বিপজ্জনক বর্জ্যের সংস্পর্শে থাকা শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে কর্মীরা বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে স্ট্যান্ডার্ড নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এই ঝুঁকির প্রভাব সীমিত করতে সাহায্য করতে পারে। বুড়িমারী স্থলবন্দর এলাকায় কোভিড-১৯ মহামারীর সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো উদ্যোগ দেখা জায়নি। তবে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন এবং প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সহ বেশ কয়েকটি পোর্ট এন্ট্রিতে গুটিকয়েক সতর্কতা চিহ্ন পোস্ট লাগানো হয়েছিলো, যাতে "মাস্ক না পরলে পরিষেবাগুলি সরবরাহ করা হবে না।" এমন লেখা দিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। পৌর প্রশাসন বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষর এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা জায়নি। বুড়িমারী এলাকায় বেশির ভাগ কাজের প্রকৃতি কায়িক শ্রম নির্ভর। যেহেতু বুড়িমারী ছোট এলাকা, তাই এর মধ্যে বসবাসের সুবিধাগুলি সীমিত। যেহেতু ছোট অঞ্চল তাই বসবাসের সুযোগ-সুবিধা সীমিত থাকাটা স্বাভাবিক এবং বর্ধিত

শ্রমের নির্মাণের সময় নিরাপদ কাজ নিশ্চিত করতে তাদের পর্যাপ্ত আবাসন সমস্যা মেটাতে যথেষ্ট সম্পদ নাও থাকতে পারে।

বুড়িমারী স্থলবন্দর এলাকায় জমি অধিগ্রহণ নিয়ে মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বন্দর সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা, যেমন ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং (সিএন্ডএফ) এজেন্ট, আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ী, পাথর-চূর্ণকারী ব্যবসায়ীরা বলেছেন, বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে তারা বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন। অপরদিকে বন্দরের উত্তর পাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন দোকানদার, স্কুল শিক্ষকসহ অন্যরা বলছেন, জমি অধিগ্রহণ করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই সাব-প্রকল্প স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর অনুকূল প্রভাব ফেলবে। এটি প্রত্যাশিত যে এই অঞ্চলে উন্নত পরিবহন যোগাযোগ সহ অনেক বৃদ্ধি ঘটবে এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার উপর ইতিবাচক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়বে। এই উদ্যোগের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটবে।

প্রশমন ব্যবস্থা

- **ভালনারেবল গ্রুপঃ** যদি নির্মাণ কাজ স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্রিয়াকলাপকে ব্যাহত করে তবে তাদের একটি অনিশ্চিত অর্থনৈতিক অবস্থানে পড়ার সম্ভবনা রয়েছে। এই সাব-প্রকল্পের জন্য অল্প পরিমাণ (৩.৫১ একর) জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার ফলে কিছু ব্যক্তিকে ভূমিহীন করা হতে পারে। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) এ এমন কিছু নিয়ম এবং পদ্ধতি রয়েছে যা সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকা বাসিন্দাদের উপর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠী এই উদ্যোগের সুফল পাবে। সাব-প্রকল্পের কার্যক্রম চলাকালে তাদের উপর প্রভাব সীমিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- **শ্রম ঝুঁকিঃ** সাব-প্রকল্পটির জন্যে একটি শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (LMP), পরিবেশগত, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (EOHS) নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, যেটিতে শ্রমিকদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব হলে তা নিরসনের জন্যে অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (GRM) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঠিকাদার শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (LMP) অনুযায়ী প্রকল্পের শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করবে, কর্মীদের সিওসি বিকাশ করতে কাজ করবে, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস) প্রোটকল মেনে চলবে, এবং প্রকল্পে কাজ করা নারী শ্রমিকদের যৌন নির্যাতন (SEA/SH) ঘটনাগুলিকে মোকাবেলা করবে। ঠিকাদার কর্মীদের কাজের অবস্থার পাশাপাশি শ্রম প্রবাহের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া এবং তা প্রশমন পদ্ধতিগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য একটি শ্রমিকদের ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করবে।
- **কমিউনিটির স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাঃ** ঠিকাদারকে কমিউনিটির বাসিন্দাদের জন্যে একটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন তৈরি করতে হবে। একই সাথে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সম্ভাব্য প্রভাবগুলি কমানোর জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। কোভিড-১৯ ঝুঁকি এবং প্রশমনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে।
- **মাটি দূষণঃ** উপরের মাটি অংশ সাবধানে অপসারণ করা হয়েছে কিনা তা ঠিকাদার নিশ্চিত করবে এবং আলাদাভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে যাতে এগুলি প্রকল্পের জায়গায় বা অন্যান্য স্থানে ব্যবহার করা যায়। ঠিকাদার একটি কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে যাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ধরন, সংখ্যা এবং কাটা বা খনন করা উপাদানের আনুমানিক পরিমাণের বিশদ থাকবে। ঠিকাদারকে এটা নিশ্চিত করবে যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ (তরল এবং কঠিন) নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক ব্যবস্থাপনায় রাখা হয়েছে এবং যা মাটি দূষণের কারণ হবে না। তেল, গ্রীস, এবং

রাসায়নিক-হ্যান্ডলিং ইত্যাদি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিবেচনা করা উচিত। এবং বন্দরে ট্রাক লোডিং এবং আনলোডিং এরিয়াগুলি তরল দ্রব্য স্টোরেজের জন্যে ট্যাঙ্কার বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্মাণ করা উচিত।

- **ভূ-পৃষ্টের পানি দূষণঃ** ঠিকাদার বাংলাদেশের জাতীয় এবং অন্যান্য আইন-কানুন মেনে চলবে এবং নিশ্চিত করবেন যে প্রকল্পের বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ এবং খননকৃত সামগ্রী থেকে নির্গত ক্ষতিকর পদার্থ যা প্রকল্প অঞ্চলের জলপ্রবাহ, ড্রেন বা অন্যান্য পানির উৎসকে দূষণ করতে না পারে। যে সাইটের দূষিত পানির প্রবাহ অন্ন জলধারায় প্রবাহের সম্ভবনা রয়েছে সেই সব সাইটকে যথাযথ ভাবে ঢেকে বা অন্য কোন উপায়ে নিরাপদ রাখতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই পানি দূষিত না হয়।সাব-প্রকল্পের চলাকালে ক্ষতিকারক যৌগগুলি পানির স্রোতগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সম্ভাবনা থাকে। সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এবং কাঠামো অবশ্যই নিয়মিত পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সেগুলি সর্বদা সঠিক রয়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টিপাতের পরে এই বিষয়গুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করা উচিত। সাব-প্রকল্পের এলাকায় ছড়িয়ে থাকা বিষাক্ত পদার্থ থেকে অবশ্যই খুব ভালোভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে, এবং সম্ভব হলে সেই সব ক্ষতিকর বিষাক্ত পানিকে শোধন করে প্রকৃতে ছাড়তে হবে। প্রকল্পের কাজ চলাকালে জ্বালানী স্টোরেজ এলাকা এবং সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ইয়ার্ড আবহাওয়া/বৃষ্টি সুরক্ষা দিয়ে আবৃত করা উচিত এবং কংক্রিটের প্যাডে তৈরি করা উচিত কেননা তা না হলে প্রকল্পে ব্যবহৃত তেল, গ্রিজ ও অন্যান্য রাসায়নিক যৌগিক পানির সাথে মিশে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।
- **ভূগর্ভস্থ জল শোষণ এবং দূষণঃ** আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির পাম্পিং ৩০০ মিটারের বেশি গভীর জলাশয় থেকে হওয়া উচিত। ভূ-পৃষ্ঠের পরিবেশ, ভূ-পৃষ্ঠের দূষিত পদার্থ থেকে ভূগর্ভস্থ পানির সুরক্ষা এবং জলজ আন্তঃদূষণ রোধ ঠেকাতে নলকূপ স্থাপন করা হবে। বর্জ্য মিশ্রিত পানিকে শোধন করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিএলপিএ এই ক্ষতিকর যৌগের প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলনের ঝুঁকি কমাতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করতে হবে এবং ভূগর্ভস্থ পানি যাতে পরিপূর্ণ থাকে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। সাব-প্রকল্প নকশায় এই বিধানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভূগর্ভস্থ পানির ঘাটতি হ্রাস পাবে।
- **বায়ু দূষণঃ** PM2.5 এবং PM10-এ ধূলিকণার মাত্রা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মাণ সামগ্রীর মজুতগুলিতে নিয়মিত পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। অস্থায়ী পরিষেবা এবং প্রকল্পে প্রবেশের রাস্তাগুলিতে নিয়মিত পানি স্প্রে করা করতে হবে। ঠিকাদার নিশ্চিত করবে যে আতিমাত্রায় ক্ষতিকর যৌগ নির্গমন রোধ করার জন্য ট্রাকগুলি শুধুমাত্র অনুমোদিত ক্ষমতা পর্যন্ত লোড করা হবে। এছাড়াও তাদের নিশ্চিত করতে হবে যে নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত ট্রাকগুলি টারপলিন এবং টেলবোর্ড দ্বারা আচ্ছাদিত। পরিচালন পর্যায়ে, সুইপিং ইয়ার্ড এবং হ্যান্ডলিং এলাকায় যে সকল সরঞ্জাম (যেমন, ক্রেন, ফর্কলিফ্ট এবং ট্রাক) নিয়মিত স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় তা সঠিক ভাবে রাখতে হবে। বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানীর পোড়ানো কারণে বেশিরভাগ কার্বন নির্গমন হচ্ছে। যদি ঐতিহ্যবাহী ইটের পরিবর্তে আধুনিক কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করা হয়, তাহলে ইট পোড়ানোর হার কমে যায়, ফলে কার্বন নির্গমন কম হবে। সাব-প্রকল্প নকশায় এই বিধান বিবেচনা করা হবে।
- **শব্দ দূষণঃ** ঠিকাদার রক্ষণাবেক্ষণের শব্দের মাত্রা কমানোর জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং যানবাহনের একটি নির্দিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচী ঠিক করবে। ঠিকাদারের সাইট-নির্দিষ্ট ইএসএমপি (সি-ইএসএমপি) এর অংশ হিসাবে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে চিহ্নিত সংবেদনশীল রিসেপ্টরগুলির জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থা যেমন উচ্চ মাত্রার শব্দের বাধা, ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে। অপারেশনাল পর্যায়ে, গাছপালা, বৃক্ষরোপণ এবং বন্দর চারপাশে উঁচু সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা উচিত যাতে শব্দ এবং ধুলোর মাত্রা কম হয়।
- **জমি অধিগ্রহণ এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনঃ** একটি পুনর্বাসন নীতি কাঠামো (RPF) প্রস্তুত করা হয়েছে, তার পরে একটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) তৈরি করা হবে যাতে প্রয়োজনীয় প্রশমন বিধানের বিশদ বিবরণ থাকবে।
- জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিঃ **কম জল ব্যবহার করে শুধুমাত্র এমন স্থানীয় প্রজাতিগুলি রোপণ করতে হবে এবং যা বন বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত। পরিবেশগত সামাজিক ব্যবস্থাপনা নীতি (ESMP) বাজেটে ক্ষতিপূরণকৃত বৃক্ষরোপণের জন্য ব্যয়ের বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।**
- সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুন**-**প্রতিষ্ঠাঃ **সাব-প্রকল্পের অবস্থানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে এমন কিছু নেই। সুতরাং, এক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন পরে না। পরিবেশগত সামাজিক ব্যবস্থাপনা নীতি (ESMP) -তে সুযোগ খোঁজার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এবং সুযোগ সন্ধানী ধারাগুলি ঠিকাদারদের সাথে কাজের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।**
- যানজট**: সড়কে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে, যেমনঃ নিরাপত্তা সাইনবোর্ড, ফ্ল্যাগম্যান, স্পিড ব্রেকার, জেব্রা ক্রসিং ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে। শ্রমিক ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অস্থায়ী ক্রসওয়াক বা ব্রিজওয়ে প্রদান করা হবে।**
- সর্জনীন গ্রাহ্যঃ**এই প্রকল্পের অধীনে এবং পরিবেশগত সামাজিক কাঠামো (ESF) অনুযায়ী, প্রকল্পটি ঝুঁকির মধ্যে থাকা ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করবে, যার মধ্যে শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিরা**

অন্তর্ভুক্ত থাকবে তবে এক্ষেত্রে তাদের শারীরিক অবস্থা যাইহোক না কেনো। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী সহ স্থানীয় জনগণের চাহিদা এবং উদ্বেগগুলি রেলিং এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সহ সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (র‍্যাম্প) বিধানের সাথে বিবেচনা করা হবে। ঝুঁকির মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের এই উদ্বেগ এবং চাহিদাগুলিকে অতিরিক্ত সহায়তা সহ বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণের সময় সম্ভাব্য প্রভাবগুলি হ্রাস করা নির্ভর করবে যথাযথ পদ্ধতি, প্রোটোকল বাস্তবায়ন এবং নিষ্পত্তির আগে সরবরাহ করা, পরিচালনা করা এবং সংরক্ষণ করা সামগ্রীর পর্যবেক্ষণের উপর।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি এনজিও নিয়োগের জন্য একটি পরামর্শ প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে যাতে স্থলবন্দরে মানব পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়।

বিবিআইএন এমপিএ প্রোগ্রাম পরিবেশগত, সামাজিক এবং নির্মাণ-সম্পর্কিত সমস্যা এবং প্রকল্প প্রভাবিত পক্ষ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে অভিযোগের সমাধানের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) প্রতিষ্ঠা করবে। এই প্রকল্পের জন্য দ্বি-স্তরীয় অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি (GRC) প্রতিষ্ঠিত হবে

যৌন শোষণ ও অপব্যবহারের জন্য একটি পৃথক GRM (SEA/ SH) এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি (SEA/SH) BLPA দ্বারা প্রস্তুত ও পরিচালিত হবে। সমস্ত পরিস্থিতিতে, SEA/SH-এর সাথে সম্পর্কিত অভিযোগগুলি SEA/SH ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে রিপোর্ট করা হবে যা কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখবে। সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়গুলি মোকাবেলা করার সময় একটি কেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করবে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) যেকোন সম্ভাব্য SEA/SH-সম্পর্কিত দৃষ্টান্ত মোকাবেলায় প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এনজিও-র কাছ থেকে সহায়তা চাইবে।

প্রকল্পের ফলাফলের কাঠামোতে সুবিধাভোগী/ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি পরিমাপ করার জন্য নির্দিষ্ট সিই সম্পর্কিত সূচক এবং সেইসাথে প্রাপ্ত অভিযোগ গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা নির্ধারিত পরিষেবার মানগুলির মাধ্যমে সমাধান করা হয়। জিআরএম সম্পর্কে তথ্য সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা -এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে; http://www.bsbk.gov.bd/

সাব-প্রকল্পের অধিকাংশ জমি সরকারি মালিকানাধীন খাস জমি হওয়ায় মাত্র ৩.৫১ একর ব্যক্তি মালিকানাধিন জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন। জমির মালিকরা বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মান (ESS5) বিধান অনুযায়ী প্রতিস্থাপন খরচ সহ ক্ষতিপূরণ পাবেন। প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে এককালীন "পুনর্বাসন ভাতা" দেওয়া হবে; ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ পুনর্গঠনের জন্য পুনর্বাসন অনুদান, এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণও প্রদান করা হবে। এই ধরনের প্রশমন বিধানের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করার জন্য একটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) তৈরি করা হবে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর (ESMP) জন্য আনুমানিক খরচ, বিস্তারিত নকশা অনুমান পর্যায়ে পর্যালোচনার প্রয়োজন হবে। নির্মাণ পর্বে পরিবেশগত প্রশমন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য মোট বাজেট ধরা হয়েছে ৩,০০,০০০ মার্কিন ডলার বা ২৫,৩৪০,০০০.০০ টাকা । অপারেশন পর্বে, বাৎসরিক আনুমানিক খরচ ৬০,০০০ মার্কিন ডলার বা ৪,৯৫০,০০০ টাকা।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

BLPA-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করবে। পরিকল্পিত সাব-কম্পোনেন্টগুলির জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনের পরিবেশগত এবং সামাজিক (E&S) পর্যবেক্ষণের জন্য পরামর্শদাতাদের সংগ্রহের দায়িত্ব হবে PIU-এর। প্রকল্প পরিচালক (PD) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) তত্ত্বাবধান করবেন।

প্রশিক্ষিত কর্মীদের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) এর পরিবেশ ও সামাজিক (E&S) সেলে নিয়োগ করা হবে। নির্মাণের পুরো সময় জুড়ে, এই ইএন্ডএস সেল পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পিআইইউকে সহায়তা করবে, নির্মাণ তত্ত্বাবধান পরামর্শক (সিএসসি) তত্ত্বাবধান করবে, ঠিকাদারদের তত্ত্বাবধান করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যবেক্ষণের সমস্যা এবং ফলাফল নিয়ে গঠিত ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনগুলি সংকলন করবে, যা প্রকল্প পরিচালকের কাছে পাঠানো হবে এবং বিশ্বব্যাংকের সাথে শেয়ার করা হবে।

যদিও বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA)- এর সক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয় না কিন্তু সংস্থাটির বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিএলপিএ ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংক-অর্থায়নকৃত প্রকল্পের পাশাপাশি এডিবি এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। BLPA-তে PIU সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কিন্তু পরিবেশগত ও সামাজিক সম্মতি সহ অন্যান্য ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য আরও প্রশাসনিক দায়িত্ব রয়েছে।BLPA-তে PIU সক্রিয়ভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কিন্তু পরিবেশগত ও সামাজিক সম্মতির সাথে অন্যান্য ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য আরও বেশ কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব রয়েছে।

একটি তৃতীয় পক্ষ সংস্থা বা পরামর্শদাতা সংস্থা পরিবেশগত ও সামাজিক (E&S) বিষয়ের পর্যবেক্ষণের জন্যে নিয়োজিত থাকবে এবং তারা BLPA-এর তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে নিযুক্ত হবে। তারা প্রকল্পের উন্নয়ন, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের পর্যায়ে পরিবেশগত সম্মতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা BLPA কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবে। নির্মাণের সময় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে এবং নির্মাণ সমাপ্তির পর দুই বছর বাৎসরিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

উপরন্তু, BLPA অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময় পরিবেশগত প্রশমন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য স্থায়ী এবং পর্যায়ক্রমিক পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করবে। প্রকল্প পরিচালক BLPA এর পরিবেশ ও সামাজিক সেল তত্ত্বাবধান করবে।
RAP- এ বর্ণীত বিধানগুলি প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দ্বারা তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করা হবে, যাকে পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরা সহায়তা করবেন। বিআরসিপি-১ এর বিদ্যমান কাঠামো বহাল থাকায় পুরো ব্যবস্থাটি বিএলপিএর সাথে আলোচনা করা হবে। এটি BRCP-1 অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে আরও সংশোধন করা হবে। স্টেকহোল্ডারদের কাছে বিস্তারিত তথ্য 'প্রকাশ' এবং তাদের প্রকল্পে 'সংযুক্ত' নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি ব্যবস্থা থাকবে।

উপসংহার এবং সুপারিশ

জাতীয় আইনী প্রয়োজনীয়তা, বিশ্বব্যাংক পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামো (ESF) এবং এর প্রাসঙ্গিক পরিবেশ ও সামাজিক মান (ESSs) সহ সরকারি নীতি অনুসরণ করে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ESIA) রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।বিএলপিএ বিবিআইএন এমপিএ প্রোগ্রামের ধাপ-১ এর অধীনে প্রদর্শন করেছে যে এটি পরিবেশগত ঝুঁকি এবং প্রভাব সন্তোষজনকভাবে পরিচালনা করতে পারে।

ভূমি ব্যবহার, বায়ুর গুণমান, শব্দের গুণমান, পানির গুণমান, কঠিন বর্জ্য উৎপাদন এবং নিষ্পত্তি, ট্রাফিক ও পরিবহনের বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি এই সাব-প্রকল্পের প্রধান নেতিবাচক পরিবেশগত ফলাফল যা ইএসআইএ অধ্যয়নের ফলাফল হিসাবে অনুমান করা হয়েছে। নির্মাণ এবং অপারেশন পর্যায়ে স্থানীয়দের চাকরির সুযোগ অনুকূল হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। নকশায় কিছু হস্তক্ষেপ করা হয়েছে যেমনঃ কার্বন ফুটপ্রিন্ট নির্মাণ সামগ্রী সর্বনিম্ন ব্যবহার, সৌর শক্তি, বৃষ্টির পানির ব্যবহার যা নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য প্রশমন ব্যবস্থা হিসাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (ESMP) অংশ হিসাবে একটি বিশদ পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা ও সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রত্যাশিত পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা যাবে। প্রস্তাবিত পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (ESMP) প্রকল্পের অপারেশন এবং নির্মাণ পর্যায়গুলির সময় কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত এবং পর্যবেক্ষণে পর্যাপ্ত খরচ করা উচিত। প্রস্তাবিত সাব-প্রকল্পটি জাতীয় এবং বিশ্বব্যাংকের মান পূরণ করবে যদি প্রস্তাবিত পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং সমস্ত পরিবেশগত এবং সামাজিক উপকরণগুলি প্রকল্পের নির্মাণ এবং অপারেশন পর্যায়ে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা যায়।